MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ডিসেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : প্রতিশ্রুতি ও প্রতীক্ষার ২৩ বছর

বিপুল উৎসাহ, প্রচারণা আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি সম্পাদন করে বাংলাদেশ সরকার। যদিও চুক্তির বিষয়বস্তু প্রণয়ন, দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিবেচনায় চুক্তি স্বাক্ষরকে কেন্দ্র করে আশাবাদ ও আশঙ্কা দুটোই ছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ এর পক্ষ থেকে চুক্তির পর্যালোচনা করে প্রথমে চট্টগ্রামে পরে ঢাকায় যে আলোচনা হয় তা নিয়ে 'পার্বত্য চুক্তি প্রসঙ্গে 'নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে এই সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল যে, যেহেতু পার্বত্য জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই চুক্তি করা হয়নি তাই এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটের সত্যিকার সমাধান আসবে না। আমাদের সে আশঙ্কাকে বিবেচনায় নেয়নি কেউ এবং চুক্তি স্বাক্ষরের ২৩ বছর পরও এতটা হতাশা থাকবে এটাও হয়তো অনেকে কল্পনা করেনি।

১৯৮৫ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু করে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ২৩ বছর পর যখন চুক্তি স্বাক্ষরকারী দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় তখন তারা বলছেন চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ সরকার নিজেই স্বীকার করছেন এখনো ২৪টি ধারা বাস্তবায়িত হয়নি। কতটি ধারা বাস্তবায়িত আর কতটি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি তা নিয়ে কোন মূল্যায়ন করতে হলে বিবেচনা করতে হবে যেসব ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে তাতে চুক্তির মুল উদ্দেশ্য কতখানি পূরণ হয়েছে। জনসংহতি সমিতি বলছে পার্বত্য সমস্যার কেন্দ্রে ছিল ভূমি। ভূমির অধিকার, ভোটার তালিকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি, সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, ভারত প্রত্যাগত পরিবারদের জায়গা জমি বাস্তু ভিটা ফেরতসহ অনেকগুলো মৌলিক বিষয় এখনো পূরণ হয় নাই। ফলে হতাশা থেকে বিক্ষোভ এবং সহিংসতার আশঙ্কা প্রতিনিয়তই বাড়ছে।

২৩ বছর পর এখন চুক্তির এক পক্ষ সরকার বলছে আমরা অনেক করেছি আর অন্য পক্ষ জনসংহতি সমিতি বলছে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোই এখনো অপূরিত। যে কোন চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়পক্ষের দায়িত্ব। তা না হলে আস্থার পরিবেশ থাকে না। তবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা থাকেন চুক্তি বাস্তবায়ন এবং তার মর্যাদা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব তো তাদের।

চুক্তি সম্পাদনকারী হিসেবে যারা দেশে- বিদেশে এত প্রসংশিত হয়েছেন তারা এখন শাসনক্ষমতায়। তারা এক নাগাড়ে ক্ষমতায় আছেন ১২ বছরের বেশি। তাদের শাসনামলে উন্নয়নের এত প্রচারের পরও যদি পাহাড়ের মানুষ চুক্তি ভঙ্গের বেদনায় প্রতারিত বোধ করেন তা হলে তা কারো জন্যই ভালো হবে না।